"সাহসের আধারে নিজেকে পরিশ্রম মুক্ত সদা বিজয়ী অনুভব করো"

আজ নবযুগ রচয়িতা বাপদাদা নিজের অতি স্নেহী, সদা সহযোগী আর অতি সমীপ বাচ্চাদেরকে নবযুগ, নব জীবন আর নব বর্ষের অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। চারিদিকের বাচ্চারা অতি স্নেহের সাথে বাপদাদাকে হৃদয়ের সম্মুখে রেখে বাপদাদার থেকে অভিনন্দন নিচ্ছে। বাপদাদা বাচ্চাদের নববর্ষের উৎসাহ উদ্দীপনাকে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। মেজরিটি বাচ্চারা কেউ দূরে বসে আছে বা কেউ সমীপে বসে আছে কিন্তু সকলের মনের মধ্যে এই উৎসাহ উদ্দীপনা আছে যে এই বছরে নবীনতা করেই দেখাবে। সেটা স্ব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বা সেবার সফলতাতে বা প্রত্যেক আত্মাকে শুভ ভাবনা শুভ কামনার দ্বারা পরিবর্তন করার ইচ্ছাও ভালো রয়েছে, উৎসাহও খুব ভালো রয়েছে। তারসাথে সাহসও যথাশক্তি রয়েছে। বাপদাদা এইরকম সাহসী বাচ্চাদেরকে এক সংকল্পের জন্য পদম গুণ সহায়তাও অবশ্যই দেন। সেইজন্য সাহসের সাথে সদা এগিয়ে যেতে থাকো। কখনও নিজের প্রতি বা অন্য আত্মাদের প্রতি সাহস কম করবে না। কেননা এই নবযুগ হলই সাহসের সাথে উড়তে থাকার যুগ, বরদানী যুগ, পুরুষোত্তম যুগ, ডাইরেক্ট বিধাতার দ্বারা সর্ব শক্তি উত্তরাধিকার রূপে সহজে প্রাপ্ত হওয়ার যুগ। সেইজন্য এই যুগের মহত্বকে সদা স্মৃতিতে রাখো। কোনও কার্য আরম্ভ করতে চাও, তা স্ব পুরুষার্থই হোক বা বিশ্ব সেবা, সদা সাহস আর বাপদাদার সহায়তার দ্বারা নিশ্চয় আছে যে স্ব পুরুষার্থে বা সেবাতে সফলতা হয়েই আছে। হতেই হবে। অসম্ভব, সম্ভব হবেই, কেননা এই যুগ হলো সফলতার যুগ। অসম্ভব সম্ভব হওয়ার যুগ। সেইজন্য হবে কি হবে না, কিভাবে হবে, এইরকম কোশ্চেন এই যুগে তোমাদের, ব্রাহ্মণ আত্মাদের জন্যই নয়। ব্রাহ্মণদের জন্মপত্রীতে আছে - 'সফলতা তাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার'। অধিকারী আত্মাদেরকে এটা চিন্তা করার দরকার নেই, উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবেই।

তো নতুন বছরে এই বিশেষ স্মৃতি ইমার্জ করো যে সবদিক থেকে সফলতাতে আমি শ্রেষ্ঠ আত্মার অধিকার আছেই। এই নিশ্চয়ের সাথে, আত্মিক নেশার সাথে উড়তে থাকো। (অভিমানী নেশা নয়, আত্মিক নেশা) নিশ্চয় বুদ্ধি সদা প্রত্যেক কার্যে বিজয়ী আছেই। এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধি ব্রাহ্মণ আত্মার ললাটে বিজয়ী ভাগ্যের রেখা সদা আছেই। বিজয়ের তিলক সদাই ললাটে ঝলমল করছে। এইজন্য এই বর্ষকে সদা বিজয়ী বর্ষ অনুভব করতে থাকো। এইরকম নিশ্চয় আর নেশা আছে? ডবল বিদেশীদের আছে? ডবল বিদেশী হুশিয়ার আছো? (সবাই হাত নাড়িয়েছে) খুব ভালো। তিলক দেখা যাচ্ছে। আর ভারতবাসী তো আছেই ভাগ্যবান, কেন বলতো? কারণ ভারতের ধরনীই হলো ভাগ্যবান। সেইজন্য বিদেশী হোক বা ভারতবাসী, উভয়েই হল ভাগ্যবিধাতার সন্তান। সূইজন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চাই হলো বিজয়ী। কেবল সাহসকে ইমার্জ করো। সাহস সমাহিত হয়ে আছে, কেননা তোমরা হলে মাস্টার সর্বশক্তিমান - এইরকমই তো, তাই না? (সবাই হাত নাড়িয়েছে) হাত তো খুব ভালো নাড়াতে পারো। এখন মন থেকেও সদা সাহসের হাত নাড়াতে থাকো। বাপদাদার খুশী হচ্ছে, গর্ব হচ্ছে যে আমার প্রত্যেক বাচ্চাই হলো অনেকবারের বিজয়ী। এক বার নয়, তোমরা হলে অনেকবারের বিজয়ী আত্মা। তো কখনও এটা চিন্তা করবে না যে, জানিনা কি হবে? কি হবে - এই শব্দই মুখে আনবে না। বিজয় রয়েছে আর সর্বদা থাকবে। সবাই নিশ্চিত তোমরা? খুব ভালো। এখন আবার সেখানে গিয়ে এইরকম দুর্বল সমাচার লিখবে না যে দাদী, বাবা - মায়া এসে গেছে, এইরকম লিখবে না। তোমরা হলে মায়াজিত। "আমরা হবো না তো আর কে হবে", এই আত্মিক নেশা ইমার্জ করো। অন্যান্য কাজে মন আর বুদ্ধি ব্যস্ত হয়ে যায় তখন নেশা মার্জ হয়ে যায়। কিন্তু মাঝেমধ্যে চেক করো যে কর্ম করেও এই বিজয়ীভাবের আত্মিক নেশা আছে? নিশ্চয় আছে তো নেশাও অবশ্যই থাকবে। নিশ্চয়ের লক্ষণ হলো নেশা আর নেশা আছে তো অবশ্যই নিশ্চয় আছে। এই দুটির মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে। সেইজন্য এখন ১৯৯৯ এ নিজের নেশা সদা ইমার্জ রাখবে, তাহলে নির্ভুল হয়ে যাবে। না ভুল হবে আর না পরিশ্রম করতে হবে। বাপদাদা আগেও বলেছিলেন যে, বাপদাদা যখন বাচ্চাদেরকে পরিশ্রম করতে দেখেন, যুদ্ধ করতে দেখেন তো বাচ্চাদের পরিশ্রম করা বাবার ভালো লাগে না। সেইজন্য এই নববর্ষ কিভাবে পালন করবে? মুক্তিবর্ষ পালন করবে। নেগেটিভ, ওয়েস্ট-কে (ব্যর্থ) সমাপ্ত করলে এই বর্ষ অটোমেটিক পরিশ্রম মুক্ত বর্ষ হয়ে যাবে। সবাই আনন্দ করবে, পরিশ্রম করবে না। আনন্দ করতে ভালো লাগে নাকি পরিশ্রম করতে ভালো লাগে? আনন্দ (মৌজ) করতে ভালো লাগে তাইনা। তো এই বছর মনে, সংকল্পেও পরিশ্রম মুক্ত থাকবে।

বাপদাদার কাছে বাচ্চাদের পত্র বা কাগজ অনেক ভালো ভালো সাহসের বিষয়ে এসেছে যে আমি ১০৮ এর মালাতে

অবশ্যই আসবো। অনেকের ভালো ভালো উৎসাহ পত্রও এসেছে আর আত্মিক বার্তালাপেও অনেকে বাপদাদাকে নিজের নিশ্চয় আর সাহসের ভালো সমাচার দিয়েছে। বাপদাদা এইরকম বাচ্চাদেরকে বলছেন - বাবা তোমাদের সকলের অতীতকে বিন্দু লাগিয়ে দিয়েছেন। এইজন্য অতীতের কথা চিন্তা করবে না, এখন যে সাহস রেখেছো, সাহস আর সহায়তার সাথে এগিয়ে যেতে থাকো। নব বর্ষে নতুন উৎসাহও খুব ভালো ভালো লিখেছে, সেটা বিদেশের বাচ্চা হোক বা দেশের বাচ্চা, বাপদাদা এইরকম বাচ্চাদেরকে এই বরদান দিচ্ছেন যে - এই সাহসে, নিশ্চয়ে, নেশাতে অমর ভব। অমর থাকবে, তাই না? ডবল বিদেশী অমর থাকবে? ভারতবাসীও থাকবে, তাই না? ভারতকে তো নম্বর নিতেই হবে।

নতুন বছর কিভাবে পালন করে? এক তো গিফ্ট দেয় আর দ্বিতীয় হলো গ্রীটিংস্ দেয়। প্রচুর মিঠাই খায় এবং খাওয়ায়। নাচে এবং গানও অনেক করে। তো তোমরা কেবল ১২ টার পর শুধু একদিনের জন্য নতুন বছর পালন করবে না। বরং ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জন্য এই নতুন যুগে প্রতিটি মুহূর্ত হলো নতুন, প্রতিটি শ্বাস হলো নতুন, প্রতিটি সংকল্প হলো নতুন । সেইজন্য সদা সম্পূর্ণ বর্ষ। একদিন নয়, এক সপ্তাহ নয়, এক মাস নয়, চার মাস নয়, আট মাস নয়, ১২ মাস-ই সদা একে-অপরকে দিলখুশ মিঠাই বিতরণ করবে। বিতরণ করবে, তাই না! দিলখুশ মিঠাই বিতরণ করতে পারো? সবাই দক্ষ এ বিষয়ে? তো দিলখুশ মিঠাই বিতরণ করবে। কেউ তোমাদের দিলখুশ মিঠাই নিজেদের স্বভাবের কারণে, সংস্কারের কারণে, সমস্যার কারণে যদি স্বীকার না-ও করে তো তোমরা হতাশ হবেনা। তোমরা দিয়েছো, তোমাদের আজ্ঞাকারী থাকার চার্ট বাপদাদার কাছে জমা হয়ে গেছে। এটা দেখবে না যে আমি তো দিলখুশ মিঠাই খাইয়েছি কিন্তু এ' তো অসন্তুষ্ট হয়ে গেলো, কোনও ব্যাপার নয়, সে এই রহস্যকে জানে না তাই তো অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তোমরা তো এই রহস্যকে জানো তাই না! তো এই রহস্যও জেনে নাও যে এই আত্মা হিসেব-নিকেশ বা সমস্যার বশীভূত। তোমরা আজ্ঞাকারী হও। ঠিক আছে, তাই না? আজ্ঞাকারী হতে হবে তাই না? এখানে তো খুব সুন্দর করে "হ্যাঁ" বলে, যদি তোমরা এখানে দেখো তো দেখবে হাত-ও খুব ভালো নাড়াতে থাকে, বাবাকে খুশী করে দেয়। কাঁধ-ও নাড়ায়, হাত-ও নাড়ায়। কিন্তু বাপদাদা তো তথাপি প্রত্যেক বাচ্চার প্রতি সদাই খুশী থাকেন। যখন আমার বাচ্চা বলি, তো যে-ই হও, যেরকমই হও, বাবা তো দেখে খুশী হন-ই। বাবা কথা দিয়েছিলেন যে - যেকরেই হোক বাচ্চাদেরকে যোগ্য বানিয়ে সাথে করে নিয়ে যাবো। আমার সাথে তোমরা যাবে, তাই না? সাথে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়েছো? সবাই তৈরী হয়ে গেছো? এভাররেডি আছো? আচ্ছা, এভারেডিও আছো, খুব ভালো। এভার হ্যাপী-ও তোমরা? আর যখন মায়া এসে যায়, তখন? তখন মনে মনে একটু একটু চিৎকার করবে? বাবা মায়া এসে গেছে, এসে গেছে। চিৎকার করবে না, নিজেকে উড়িয়ে নেবে। মায়া নীচে থেকে যাবে, তোমরা উপরে উড়ে যাবে আর তখন মায়া তোমাদেরকে দেখতে থাকবে। আচ্ছা, তো খুশীতে নাচতেও থাকো আর দিলখুশ মিঠাই বিতরণও করতে থাকো। যারা তোমাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসছে তাদেরকেও কিছু না কিছু গিফ্ট দেবে, কেউ যেন খালি হাতে চলে না যায়, কি গিফ্ট দেবে? তোমাদের কাছে তো অনেক গিফ্ট আছে। গিফ্টের স্টক আছে? তো দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃপণ হবে না, দিতে থাকবে। উদার হৃদয় হও, কাউকে শক্তির সহযোগ দাও, শক্তির ভাইব্রেশন দাও, কাউকে কোনো গুণের গিফ্ট দাও। মুখ থেকে নয়, নিজের চেহারা আর চলনের দ্বারা দাও। যদি কোনও গুণ বা শক্তি ইমার্জ না-ও হয়, তথাপি ন্যূনতম ছোটো কিছু উপহারও দিও, সেটা কী? শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার উপহার। শুভ কামনা করো যে এ' আমার হারানিধি ভাই বা বোন, হারানিধি মনে করলে অশুভ ভাবনা থেকে শুভ ভাবনা হয়ে যাবে। এই ভাই-বোনও যেন উড়তি কলার পার্ট পায়। এরজন্য সহযোগ বা শুভভাবনা রয়েছে । কোনো কোনো বাচ্চা বলে যে আমি তো দিই কিন্তু সে নেয় না। আচ্ছা শুভ ভাবনা নেয়না, কিছু তো দেয় তাই না। হয়তো তোমাদের কোনো অশুভ কথা বলে দেয়, অশুভ ভাইব্রেশন দেয়, অশুভ আচরণ করে, তো তোমরা কে? তোমাদের অক্যুপেশন কী? তোমরা বিশ্ব-পরিবর্তক হয়েছো? তোমাদের ধান্দা কী? বিশ্ব পরিবর্তন করা, তাই না! তো বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারো আর সেই আত্মা তোমাকে উল্টোপাল্টা কিছু বলে দিলো, তোমাদের সাথে খারাপ আচরণ করলো, তো তোমরা তাকে পরিবর্তন করতে পারবে না? পজিটিভ রূপে পরিবর্তন করতে পারবে না? নেগেটিভকে নেগেটিভ রূপেই ধারণ করবে নাকি নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করে তোমরা প্রত্যেককে শুভভাবনা, শুভ কামনার গিফ্ট দেবে। শুভ ভাবনার স্টক সদা জমা রাখো। তোমরা দাও। পরিবর্তন করে দাও। তো তোমাদের যে টাইটেল আছে - বিশ্বপরিবর্তক, সেটা প্র্যাক্টিক্যালে ইউজ্ হতে থাকবে। আর এটা পাকাপাকি ভাবে বুঝে নাও যে, যে সদা প্রত্যেককে পরিবর্তন করে নিজের বিশ্ব-পরিবর্তকের কাজ সাকারে নিয়ে আসে, সে-ই সাকার রূপে ২১ জন্ম গ্যারান্টির সাথে রাজ্য-অধিকারী হবে। সিংহাসনে যদিও একবার-ই বসবে কিন্তু প্রত্যেক জন্মে রাজ পরিবারে, রাজ্য অধিকারী আত্মাদের নিকট সম্বন্ধে আসবে। তো বিশ্ব পরিবর্তকই বিশ্ব-রাজ্য-অধিকারী হবে। সেইজন্য সদা নিজেদের এই অক্যুপেশন স্মরণে রাখো - আমার কর্তব্যই হলো পরিবর্তন করা। দাতার বাচ্চা হয়েছো তাই দাতা হয়ে দিতে থাকো, তবেই ভবিষ্যতে যদিও হাতে করে কাউকে কিছু দেবে না কিন্তু সদা তোমাদের রাজ্যে প্রত্যেক আত্মা ভরপুর থাকবে, এটাই হলো এইসময়ের দাতা হওয়ার প্রালব্ধ। তাই হিসাব করো'না, এ'

এটা করেছে, এ' এতবার করেছে, মাস্টার দাতা হয়ে গিফ্ট দিতে থাকো। আর কিরকম গ্রিটিংস? দেখো, যদি কোনও আত্মার, অন্য কোনও আত্মার থেকে কিছু প্রাপ্তি হয় তো তার মুখ থেকে, মন থেকে এই শব্দ বেরিয়ে আসে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, একে-অপরকে খুশী বিতরণ করো তো বলবে - ধন্যবাদ। উৎসব পালন করলেও তারা বলবে যে অভিনন্দন, এইরকম যে কেউ তোমাদের সামনে আসবে তো মুখ থেকে এমন শব্দ বলো, সংকল্পে এমন শ্রেষ্ঠ সংকল্প হবে তো যে-ই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎকার করবে তো সে সবসময় হৃদয় থেকে অভিনন্দন বা আশীর্বাদ অবশ্যই দেবে। তো সদা এমন কথা বলো, এমন সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসো যে হৃদয় থেকে, মুখ থেকে অভিনন্দন বেরিয়ে আসবে বা আশীর্বাদ বেরিয়ে আসবে। এমন শব্দ বলবে না যেটা অভিনন্দন যোগ্য নয়। এক-একটি শব্দ যেন রত্নসম হয়। সাধারণ শব্দ যেন না হয়। বাপদাদা এখন পর্যন্ত রেজাল্টে দেখেছেন, কাল তো পরিবর্তন হয়ে যাবে কিন্তু এখন পর্যন্ত দেখেছেন যে বাণীতে যে সংযম আর স্নেহ থাকা উচিত সেই স্নেহও কম হয়ে যাচ্ছে আর সংযমও কম হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য এমন বাণী বলো যেটা রত্নসম হয়ে যাবে। তোমরা স্বয়ং যখন হিরেতুল্য হবে তখন তোমাদের বাণীও রত্ন সমান হয়ে যাবে। এইরকম মূল্যবান হও। সাধারণ হয়ো না। না সাধারণ হবে আর না ব্যর্থ হবে। আর কখনও কখনও বাপদাদা দেখেন, রেজাল্ট শোনাবেন কেননা ১২টার পর সব সমাপ্ত করতে হবে তাই না! তো বাপদাদা এটাও দেখেছেন যে কোনো কোনো বাচ্চা ছোটো ছোটো কথার অনেক বিস্তার করে, এতে কি হয়, যে বেশী বলে তো যেমন বৃক্ষের বিস্তার হয়, তাতে বীজ গুপ্ত হয়ে যায়, তারা এমন মনে করে যে আমরা বোঝানোর জন্য বিস্তার করছি কিন্তু বিস্তারে তোমরা যে কথাটি বোঝাতে চাইছো তার সার সংক্ষেপ গুপ্ত হয়ে যায় আর তাছাড়া বোল, বাণীরও এনার্জি হয়। যেটা ওয়েষ্ট বোল হয় তো বাণীরও এনার্জি কম হয়ে যায়। বেশী কথা বলা আত্মার বুদ্ধির এনার্জিও কম হয়ে যায়। "শর্ট এবং সুইট" এই দুটি শব্দ স্মরণে রাখো। আর কেউ বেশী শোনাতে যায় তো তাকে বলে দেয় যে আমার এত শোনার টাইম নেই। কিন্তু যখন নিজে শোনায় তখন টাইম ভুলে যায়। সেইজন্য নিজের খাজানার স্টক জমা করো। সংকল্পের খাজানা জমা করো, বাণীর খাজানা জমা করো, শক্তির খাজানা জমা করো, সময়ের খাজানা জমা করো, গুণের খাজানা জমা করো। প্রতি রাতে নিজের এই খাজানাগুলির জমা করার পোতামেল (দৈনন্দিন চার্ট) চেক করো। কত সংকল্প ওয়েস্ট করার পরিবর্তে বেষ্ট-এর খাতাতে জমা করেছি? কতটা সময় বেষ্ট-এর খাতায় জমা করেছি? গুণ আর শক্তিগুলির দ্বারা শ্রেষ্ঠ কাজ করেছি? গুণগুলিকে কাজে লাগিয়েছি? শক্তিগুলিকে কাজে লাগিয়েছি? এ হলো জমা করা। তো সকল সংকল্প, সময়, গুণ, শক্তি-র পোতামেল প্রতি রাতে চেক করো তারপর টোটাল করো, জমা কত হয়েছে? এই জমা করা খাজানা নিজেকেও সহযোগ দেবে আর অন্যদেরকেও দেবে। তাহলে বুঝেছো কি করতে হবে? সবাই জিজ্ঞেস করে যে - কি করতে হবে? তো এখন এটা করতে হবে। গ্রিটিংস ও নিতে হবে আর গিফ্টও দিতে হবে, জমাও করতে হবে আর পরিশ্রম করা ত্যাগ করতে হবে। যখন জমা করার প্রতি অ্যাটেনশন দেবে তখন আর পরিশ্রম করতে হবে না। পরিশ্রম মুক্ত বর্ষ ধুমধাম করে পালন করবে। ওয়েষ্ট আর নেগেটিভ মুক্ত বর্ষ পালন করবে। বাপদাদা মুক্তিবর্ষের রেজাল্ট এখনই জিজ্ঞেস করছেন না, বাপদাদার স্মরণে আছে। রেজাল্ট দেখবেন যে কতজন মুক্তিবর্ষ পালন করেছে, মুক্তি মাস পালন করেছে? ৬ মাস পালন করেছে, অর্ধেক পালন করেছে, সম্পূর্ণ পালন করেছে - এইসব হিসাব নেবেন? আচ্ছা।

চারিদিকের অতি স্নেহী সমীপ ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে নবযুগের রচয়িতার অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। এই মুহূর্ত হলো বিদায় আর অভিনন্দনের মুহূর্ত। সঙ্গম হলো এটা। পুরানো বছরকে বিদায়, পুরানো বছরের সাথে সাথে পুরানো কথা, পুরানো সমস্যা, পুরানো সংস্কার সবকিছুকে বিদায় আর নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা সম্পন্ন বছরকে শুভেচ্ছাসহ অভিনন্দনও। এই বছরকে সদা পরিশ্রম মুক্ত বর্ষ পালন করতে হবে। এইবছরকে সদা নিজেকে আর সকলকে নির্বিঘ্ন ভব-র বরদানের সাথে পালন করতে হবে। এই বছরকে 'সর্বদা বিজয় আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার' - এই নিশ্চয় আর নেশাকে সদা প্রত্যেক কর্ম করেও ইমার্জ রাখার বর্ষ পালন করবে। এই বছরে প্রত্যেককে বাপদাদা আর দাদীদের দ্বারা নম্বর ওয়ান-এ যাওয়ার উপহার বা গিফ্ট নিতে হবে, এরজন্য সকল বিদেশী বা ভারতবাসীদেরকে নম্বর ওয়ানের নিশ্চয় রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যেতেও হবে আর অন্যদেরকেও এগিয়ে দিতে হবে। তো অনেক অনেক স্মরণ এবং স্নেহের সাথে সকল প্রকারের মন্সার দ্বারা, বাণীর দ্বারা, সকল রূপের দ্বারা বাপদাদা পদ্মাপদ্ম গুণ শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এখন এক সেকেন্ড সবাই পাওয়ারফুল সংকল্পের দ্বারা, দৃঢ়তার দ্বারা পুরানো বস্তু, পুরানো বছরকে, পুরানো কথাকে সবসময়ের জন্য বিদায় দাও। এক সেকেন্ড সবাই - "দৃঢ়তাই হলো সফলতা" - এই দৃঢ় সংকল্পে স্থিত হয়ে যাও। আচ্ছা, ওম্ শান্তি।

বরদানঃ- টেনশনে পীড়িত দুঃখী আত্মাদেরকে সাহস দিয়ে এগিয়ে দেওয়া মাস্টার দয়াবান ভব

বর্তমান সময়ে প্রায় সকল আত্মাই টেনশনে পীড়িত, চিন্তা ভাবনা করে এগিয়ে যাওয়ার সাহস নেই। তোমরা তাদেরকে সাহস দাও। যেরকম কারো পা না থাকলে তাকে কাঠের পা বানিয়ে দিলে সে চলতে পারে। সেইরকম তোমরা তাদেরকে সাহস রূপী পা দাও, কেননা বাপদাদা দেখছেন যে অজ্ঞানী বাচ্চাদের

মনের অবস্থা কিরকম হয়ে আছে, বাইরের শো তো খুব ভালো টিপটপ কিন্তু অন্তর্মনে খুবই দুঃখী তাই তোমরা মাস্টার দয়াবান হও।

স্লোগানঃ- নির্মাণ হও, কোমল নয় নির্মাণতাই হলো মহানতা।

সূচনা :- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সকল ব্রহ্মা বৎস সংগঠিত রূপে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট থেকে ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত বিশেষ নিজের লাইট মাইট স্বরূপে স্থিত হয়ে, জ্ঞান সূর্য বাবার কিরণের নীচে বসে সম্পূর্ণ গ্লোব-কে শান্তি শক্তি আর পবিত্রতার সকাশ দেওয়ার সেবা করো। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;